১৫-০৭-১৯ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের জ্ঞান রত্ন দান করতে, মুরলী শোনাতে, তাই তোমরা কখনো মুরলী মিস কোরো না, মুরলীর প্রতি ভালোবাসা না থাকলে বাবার প্রতি ভালোবাসা থাকবে না"

প্রশ্ন :-- সব থেকে ভালো চরিত্র কেমন হবে, যা তোমরা এই জ্ঞানের দ্বারা ধারণ করো ?

উত্তর :-- নির্বিকারী হওয়াই হল সবথেকে ভালো চরিত্র । তোমরা এই জ্ঞান পেয়েছো যে, এই সম্পূর্ণ দুনিয়াই হলো বিকারের দুনিয়া, বিকার অর্থাৎ চরিত্রহীন । বাবা এসেছেন নির্বিকারী দুনিয়া স্থাপন করতে । নির্বিকারী দেবতারাই হলেন চরিত্রবান । তাঁরা বাবার স্মরনেই চরিত্রের পরিবর্তন করে ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, তোমরা কখনোই এই ঈশ্বরীয় পড়া মিস কোরো না । এই পড়া যদি মিস করো তাহলে পদও মিস হয়ে যাবে । মিষ্টি - মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা কোথায় বাসে আছে ? আধ্যাত্মিক ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে । বাচ্চারা এ কথাও জানে যে, প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই । তোমরা এ কথাও জানো যে -- বাবা যেমন বাবাও, তেমনই শিক্ষক এবং গুরুও । এমনিতে গুরুর মূর্তি আলাদা, বাবার আলাদা আবার শিক্ষকেরও আলাদা হয় । এই মূর্তি কিন্তু একই কিন্তু তা হয় তিনই, অর্থাৎ বাবাও হন, তিনিই শিক্ষক হন আবার তিনিই গুরু হন । মানুষের জীবনে এই তিনজনই হলেন প্রধান । বাবা, শিক্ষক এবং গুরু তিনিই । এই তিন অভিনয় তিনি একাই করেন । এই এক একটি কথা বুঝতে পারলে বাচ্চারা, তোমাদের খুব খুশী হওয়া উচিত আর এই ত্রিমূর্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেককে এনে ভর্তি করা উচিত । যে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ভালো হয়, তো সেখানে যারা পড়ে তারা অন্যদেরও বলে -- এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ো, এখানে খুব ভালো জ্ঞান পাওয়া যায়, চরিত্রেরও পরিবর্তন হয়ে যায় । বাচ্চারা, তোমাদেরও অন্যদের নিয়ে আসতে হবে । মাতারা মায়েদের এবং পুরুষ, পুরুষদের বোঝাবেন । দেখো, ইনি একাধারে বাবা, টিচার এমনকি গুরুও । এমন মনে করেও, নাকি না, তা প্রত্যেকেই নিজের মনকে জিজ্ঞেস করো । কখনো কি নিজের মিত্র - সম্বন্ধীদের - সাথীদের বোঝাও কি যে, ইনি হলেন সুপ্রীম বাবা, সুপ্রীম শিক্ষক আবার সুপ্রীম গুরুও ? বাবা সুপ্রীম দেবী - দেবতা বানান, বাবা তাঁর নিজের মতো বাবা তৈরী করেন না । বাকি তাঁর যা মহিমা, তিনি তেমনই তৈরী করেন । বাবার কাজ হলো পালন করা, ভালোবাসা । এমন বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে । তাঁর মতো আর কেউই হতে পারবে না । যদিও বলা হয়, গুরুর থেকে শান্তি পাওয়া যায় কিন্তু ইনি তো বিশ্বের মালিক বানান । তবে এমনও কেউ বলবে না যে, আমি সমস্ত আত্মাদের বাবা । এ কেউই জানে না যে, সমস্ত আত্মাদের বাবা কে হতে পারেন ? এক অসীম জগতের পিতা, যাকে হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান আদি সবাই অবশ্য করে গড ফাদারই বলেন । তাদের বুদ্ধি অবশ্যই নিরাকারের দিকে চলে যায় । এ কথা কে বলেছে ? আত্মাই বলে গড ফাদার । তাই অবশ্যই সেই গড ফাদারের সাথেই মিলিত হওয়া উচিত । কেবল ফাদার বললো আর কখনোই মিলিত হল না, তাহলে তিনি কিভাবে বাবা হতে পারেন ? তিনি সম্পূর্ণ দুনিয়ার বাচ্চাদের আশা পূর্ণ করেন । সকলেরই এই কামনা থাকে যে, আমরা শান্তিধামে যাবো । আত্মার তার ঘরের কথা মনে পড়ে । আত্মা এই রাবণ রাজ্যে পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে । ইংরাজীতেও বলা হয়, ও গড ফাদার, উদ্ধার করো । আত্মা তমোপ্রধান হতে

হতে অভিনয় করতে করতে শান্তিধামে চলে যাবে । তারপর প্রথমে সুখধামে আসে । এমন নয় যে প্রথমে এসেই বিকারী হয়ে যায় । তা নয় । বাবা বোঝান যে, এ হলো বেশ্যালয়, রাবণ রাজ্য । একে ঘোর নরক বলা হয় ।

ভারতে বা এই দুনিয়ায় কতো শাস্ত্র, কতো পড়ার পুস্তক আছে, এ সবই ধ্বংস হয়ে যাবে । বাবা তোমাদের যে উপহার দেন, তা কখনোই পুড়ে নষ্ট হওয়ার নয় । এ হলো ধারণ করার । যে জিনিস কাজের নয় তাকে জ্বালানো হয় । জ্ঞান কোনো শাস্ত্র নয় যা জ্বালানো হবে । তোমরা জ্ঞান পাও, যাতে তোমাদের ২১ জন্মের জন্য পদপ্রাপ্তি হয় । এমন নয় যে, এটা এনার শাস্ত্র তাই জ্বালিয়ে দেওয়া হবে । তা নয়, এই জ্ঞান নিজে থেকেই লোপ হয়ে যায় । এ কোনো পড়ার বই নয় । জ্ঞান – বিজ্ঞান ভবন নামও আছে কিন্তু ওরা জানেই না যে, এই নাম কেন দেওয়া হয়েছে, এর অর্থ কি ? জ্ঞান – বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতো বেশী । জ্ঞান অর্থাৎ সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান, যা তোমরা এখন ধারণ করো । বিজ্ঞানের অর্থ শান্তিধাম । এই জ্ঞানের মধ্যে দিয়েই তোমরা যাও । এই জ্ঞানের পড়ার আধারে তোমরা আবারও রাজত্ব করো । তোমরা বুঝতে পারো, আমরা অর্থাৎ আত্মাদের বাবা এসে পড়ান । না হলে ভগবান উবাচঃ কথাটি হারিয়ে যেত । ভগবান কোনো শাস্ত্র পড়ে কখনোই আসেন না । ভগবানের মধ্যে তো জ্ঞান – বিজ্ঞান দুইই আছে । যিনি যেমন, তিনি তেমনই বানান । এ হলো অনেক সূক্ষ্ম কথা । জ্ঞানের থেকে বিজ্ঞান অনেক সূক্ষ্ম । তোমাদের জ্ঞানের ঊর্ধে যেতে হবে । জ্ঞান হলো স্থূল, আমি পড়াই, আওয়াজ হয় । বিজ্ঞান হলো সূক্ষ্ম, এতে আওয়াজের ঊর্ধে শান্তিতে যেতে হবে । যে শান্তির জন্য মানুষ বিভ্রান্ত হয় । তারা সন্ন্যাসীদের কাছে যায় কিন্তু যে জিনিস বাবার কাছে আছে তা দ্বিতীয় আর কারোর থেকে মেলা সম্ভব নয় । মানুষ হঠযোগ করে, গর্তের মধ্যে বসে যায় কিন্তু এতে কোনো শান্তিই পাওয়া সম্ভব নয়, এখানে তো পরিশ্রমের কোনো কথাই নেই । এই ঈশ্বরীয় পড়াও খুবই সহজ । সাতদিনের কোর্স করানো হয় । সাতদিনের কোর্স করে যদিও বা বাইরে চলে যায়, অন্য কোনো কলেজে এমন সম্ভব নয় । তোমাদের জন্য এই কোর্স হলোই সাতদিনের । সমস্ত কিছুই এখানে বোঝানো হয় কিন্তু এই সাতদিন কেউ দিতে পারে না । বুদ্ধিযোগ কোথায় না কোথায় চলে যায় । তোমরা তো ভাট্টিতে ছিলে, কারোর মুখই দেখতে না, কারোর সঙ্গেই কথা বলতে না । বাইরেও বের হতে না । তপস্যার জন্য সাগরের তীরে গিয়ে বাবার স্মরণে বসতে । ওইসময় এই চক্র তোমরা বোঝো নি । এই ঈশ্বরীয় পড়াও বুঝতে না । প্রথমে তো বাবার সঙ্গে যোগের প্রয়োজন । বাবার পরিচয় জানা দরকার । তারপরে শিক্ষকের প্রয়োজন । প্রথমে তো বাবার সঙ্গে কিভাবে যোগযুক্ত হবে, এও শিখতে হবে, কেননা এই বাবা হলেন অশরীরী, অন্যেরা তো কেউই মানে না । তারা বলে দেয়, গড ফাদার হলেন সর্বব্যাপী । এই সর্বব্যাপীর জ্ঞানই চলে আসছে । এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এই কথা নেই । তোমরা তো স্টুডেন্ট । বাবা বলেন যে, তোমরা কাজ – কারবার অবশ্যই করো, গৃহস্থ জীবনে থাকো কিন্তু ক্লাসের পড়া অবশ্যই পড়ো । যদি বলে স্কুলে যাবো না, তাহলে বাবাও কি করবেন ! আরে, ভগবান তোমাদের ভগবান – ভগবতী বানানোর জন্যই পড়ান । ভগবান উবাচঃ – আমি তোমাদের রাজার রাজা তৈরী করি । তাহলে তোমরা ভগবানের থেকে রাজযোগ শিখবে না কি ? কে এমন করবে না ? তাই তোমরা বিষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে আসো । তোমরা এসে ভাট্টিতে যোগ দাও, যেখানে কেউই তোমাদের দেখতে পায় না, মিলতেও পারে না । তোমরাও কাউকে দেখতে পাও না । তাহলে কার প্রতি মন লাগাবে । বাচ্চারা নিশ্চিত যে ভগবান আমাদের পড়ান । তবুও কেউ বাহানা করে যে, অসুখ হয়েছে বা আমাদের এই কাজ আছে । বাবা

তো অনেক সিস্টই দিতে পারেন । আজকাল স্কুলেও অনেক সিস্ট দেওয়া হয় । এখানে তো খুব বেশী পড়া নেই । কেবল অল্ফ (আল্লা) আর বে (বাদশাহী) কে বোঝার জন্য সুন্দর বুদ্ধির প্রয়োজন । অল্ফ (আল্লা) বে (বাদশাহী) কে স্মরণ করো আর সবাইকে বলো । ত্রিমূর্তির কথা তো অনেকই বলে কিন্তু ওপরে শিববাবাকে দেখায় না । এরা বোঝেই না যে, গীতার ভগবান শিব, যাঁর দ্বারা এই জ্ঞান ধারণ করে বিষ্ণু তৈরী হয় । এ তো রাজযোগ, তাই না । এখন এ হলো অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম, এ কতো সহজ বোঝার মতো কথা । বই ইত্যাদি তো কিছুই হাতে নেই । কেবল একটি ব্যাজ আছে আর তাতে ত্রিমূর্তির চিত্র আছে । যা দেখিয়ে বোঝাতে হবে যে, বাবা কিভাবে ব্রহ্মার দ্বারা এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়িয়ে বিষ্ণুর সমান বানান । কেউ কেউ মনে করে, আমরা রাধার মতো হবো । কলস তো মায়েরাই পান । রাধার অনেক জন্মের অন্তে তিনি কলস পান । এই রহস্য একমাত্র বাবাই বোঝাতে পারেন, অন্য কোনো মানুষই তা জানে না । সেন্টারে তোমাদের কাছে অনেকেই আসে । কেউ তো একদিন আসে আবার চারদিন আসে না । তাদের জিজ্ঞেস করা উচিত, এতদিন তোমরা কি করছিলে ? বাবাকে স্মরণ করতে কি ? স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে কি ? যারা অনেক দেরী করে আসে তাদের জিজ্ঞেস করে লিখিয়ে নেওয়া উচিত । কেউ যদি বদলী হয়েও চলে যায়, তবুও তো তারা অবশ্যই কোনো সেন্টারের, তারা মন্ত্র তো পেয়েছে -- বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর চক্র ঘোরাতে হবে । বাবা তো খুবই সহজ কথা বলেছেন । শব্দ মাত্র দুটোই -- "মনমনাভব", আমাকে স্মরণ করো আর আমার অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো, এতেই সম্পূর্ণ চক্র এসে যায় । কেউ যখন শরীর ত্যাগ করে, তখন বলে - অমুকে স্বর্গে গেছেন কিন্তু স্বর্গ কি তা কেউই জানে না । তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, সেখানে তো রাজত্ব আছে । সেখানে উঁচু থেকে শুরু করে নিচু পর্যন্ত, বিত্তবান থেকে শুরু করে গরীব পর্যন্ত সকলেই সুখী থাকে । এখানে হলো দুঃখের দুনিয়া । সে হলো সুখের দুনিয়া । বাবা তো খুবই ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । যদিও কেউ দোকানদার হোক বা অন্য কিছু, পড়ার জন্য বাহানা করা ভালো লাগে না । তারা না এলে তাদের জিজ্ঞেস করা উচিত, তোমরা বাবাকে কতখানি স্মরণ করো ? স্বদর্শন চক্র ঘোরাও কি ? খাওয়া দাওয়া করো, ঘুরে বেড়াও, এতে কোনো বারণ নেই । এর জন্যও সময় বের করো । অন্যদেরও কল্যাণ করতে হবে । মনে করো, কারোর কাপড় ধোয়ার কাজ, এমন বহু লোক আসে । সে মুসলমানই হোক বা পার্সি বা হিন্দু, তোমরা বলো, তুমি তো স্থূল কাপড় ধোয়ার কাজ করো, কিন্তু তোমার এই যে শরীর, এ তো পুরানো ময়লা বস্ত্র, আত্মাও তমোপ্রধান হয়ে গেছে, একে সতোপ্রধান স্বচ্ছ বানাতে হবে । এই সম্পূর্ণ দুনিয়া হলো তমোপ্রধান, পতিত, কলিযুগী এবং পুরানো । এই লক্ষ্য তো তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার জন্য, তাই না ! এখন করো না করো, বোঝো বা না বোঝো, তোমাদের ইচ্ছা । তোমরা তো আত্মা, তাই না । আত্মা অবশ্যই পবিত্র হওয়া উচিত । এখন তো তোমাদের আত্মা অপবিত্র হয়ে গেছে । আত্মা আর শরীর দুইই ময়লা । তাকে পরিষ্কার করার জন্য তোমরা বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে গ্যারেন্টি যে, তোমাদের আত্মা একশো শতাংশ পবিত্র সোনা হয়ে যাবে, তখন গয়নাও ভালো তৈরী হবে । মানো বা না মানো, তোমাদের ইচ্ছা । এও কতো বড় সেবা । ডাক্তারদের কাছে যাও, কলেজে যাও, অনেক বড় - বড় মানুষদের গিয়ে বোঝাও যে, চরিত্র খুবই ভালো হওয়া প্রয়োজন । এখানে তো সবাই চরিত্রহীন । বাবা বলেন যে, তোমাদের নির্বিকারী হতে হবে । নির্বিকারী দুনিয়া তো ছিলো, তাই না । এখন হলো বিকারী দুনিয়া, অর্থাৎ সবাই চরিত্রহীন । তাদের চরিত্র খুবই খারাপ হয়ে গেছে । নির্বিকারী হওয়া ছাড়া শুধরাবে না । এখানে মানুষরাই হলো কামী । এখন বিকারী দুনিয়া থেকে নির্বিকারী দুনিয়া এক বাবাই স্থাপন করেন । বাকি পুরানো দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে । এ তো চক্র, তাই না । এই

গোলার (সৃষ্টি চক্র) উপর বোঝানো খুব ভালো । এই দুনিয়া ছিলো নির্বিকারী দুনিয়া যেখানে দেবী - দেবতা রাজত্ব করতো । এখন তারা কোথায় গেল ? আত্মা তো বিনাশ হয় না, আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে । দেবী - দেবতারাও ৮৪ জন্ম নিয়েছিলেন । এখন তোমরা বুদ্ধিমান হয়েছো । আগে তোমরা কিছুই জানতে না । এখন এই পুরানো দুনিয়া কতো খারাপ হয়ে গেছে, তোমরা অনুভব করতে পারো, বাবা যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ ঠিক । ওখানে তো হলো পবিত্র দুনিয়া । এই দুনিয়া পবিত্র না হওয়ার কারণে নিজেদের উপর দেবতা নামের পরিবর্তে হিন্দু নাম রেখে দিয়েছে । হিন্দুস্থানে যারা থাকে তাদের হিন্দু বলে দেয়, মনে করে দেবতারা স্বর্গে থাকে । এখন তোমরা এই চক্রকে বুঝে গেছো । যারা খুবই সচেতন, তারা খুব ভালোভাবে বোঝে যে, বাবা যেভাবে বোঝান, তেমনই আবার বসে রিপিট করা উচিত । তোমরা প্রধান প্রধান শব্দ গুলি নোট করতে থাকো । তারপর অন্যদেরও শোনাও যে, বাবা এই - এই পয়েন্ট গুলি শুনিয়েছেন । বলো, আমি তো গীতার জ্ঞান শোনাই । এ তো গীতারই যুগ । যুগ যে চারটি, এ কথা সবাই জানে । এ হলো লীপ যুগ । এই সঙ্গম যুগের কথা কেউই জানে না, তোমরাই জানো যে, এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ । মানুষ শিব জয়ন্তী পালন করে কিন্তু তিনি কবে এসেছেন, কি করেছেন, এ কথা কেউই জানে না । শিব জয়ন্তীর পরে হলো কৃষ্ণ জয়ন্তী, তারপর রাম জয়ন্তী । জগদম্বা আর জগৎ পিতার জয়ন্তী তো কেউ পালন করে না । সকলেই তো নম্বরের ক্রমানুসারে আসে, তাই না । এখন তোমরা এই সম্পূর্ণ জ্ঞান পাচ্ছো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মূখ্য সার :--

১) আমাদের বাবা হলেন সুপ্রীম বাবা, সুপ্রীম শিক্ষক, সুপ্রীম সদ্গুরু । এইকথা সবাইকে শোনাতে হবে । অল্ফ (আল্লা) আর বে (বাদশাহীর) পড়া পড়াতে হবে ।

২) জ্ঞান অর্থাৎ সৃষ্টিচক্রের নলেজকে ধারণ করে স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে আর বিজ্ঞান অর্থাৎ আওয়াজের ঊর্ধে শান্তিতে যেতে হবে । সাত দিনের কোর্স করে তারপর যেখানেই থাকো না কেন, এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়তে হবে ।

বরদান :-- প্রকৃতির দ্বারা আগত পরিস্থিতির উপর বিজয় প্রাপ্তকারী পুরুষোত্তম আত্মা ভব

ব্রাহ্মণ আত্মারা হলো পুরুষোত্তম আত্মা । প্রকৃতি এই পুরুষোত্তম আত্মাদের দাসী । পুরুষোত্তম আত্মাদের প্রকৃতি প্রভাবিত করতে পারে না । তাই নিজেদের চেক করো যে, প্রকৃতির দোলাচল তোমাদের আকর্ষণ তো করছে না ? প্রকৃতি সুযোগ সুবিধার উপকরণ আর সেলভেশণের রূপে প্রভাবিত তো করছে না ? যোগী বা প্রয়োগী আত্মাদের সাধনার সামনে শীঘ্রই সুযোগ সুবিধার উপকরণ গুলি (সাধন) উপস্থিত হয়ে যায় । উপকরণ সাধনার আধার নয় কিন্তু সাধনা উপকরণ গুলিকে আধার বানিয়ে দেয় ।

স্লোগান :- জ্ঞানের অর্থ হলো নিজে অনুভব করা আর অন্যকে অনুভবী করে তোলা ।